## গাজীপুর

# বিএনপিতে কোন্দল আওয়ামী লীগে ইমেজ-সংকট

*রিপোর্ট :* **মঈন শামীম**

সাংসদ আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে গাজীপুর জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উত্তেজনার সূচনা। উপনির্বাচন শেষে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে পুরো জেলায় রাজনীতি বেশ সরগরম। বর্তমানে এখানকার জনগণ এবং মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বেশ আগ্রহ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যায়, বড় দুইদলের সম্ভাব্য প্রার্থীরা এখন থেকেই মাঠঘাট চষে বেড়াচ্ছেন। বিএনপিতে কোন্দল, আওয়ামী লীগে ইমেজ সঙ্কট গাজীপুরের রাজনীতির জন্য ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

### গাজীপুর-১

শ্রীপুর এবং কালিয়াকৈর এলাকা নিয়ে এ নির্বাচনী আসন। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অ্যাডভোকেট রহমত আলী ১ লাখ ৬৫ হাজার ২৭৩ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির চৌধুরী তানভীর সিদ্দিকীকে তিনি ২৪ হাজার ১২৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। অ্যাডভোকেট রহমত আলী এবারও আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী। তিনি শ্রীপুরের জনপ্রিয় নেতা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ফলে শ্রীপুরবাসী প্রথম মন্ত্রিত্ব পায়। রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজসহ সার্বিক উন্নিয়নে তিনি সফল। তার মন্ত্রিত্বের শেষের দিকে ছেলের কারণে তিনি কিছুটা বিতর্কিত হন। জামিল হাসান দুর্জয়ের মাধ্যমে কিছুসংখ্যক টাউট-বাটপার এবং সুযোগসন্ধানী তার ক্লিন ইমেজের ওপর প্রশ্নের সৃষ্টি করে। এ সুযোগসন্ধানীরা দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত নেতাকর্মীদেরকে তার থেকে দূরে সরাতে চায়। তারা রহমত আলীর পরিবর্তে ছেলের প্রতিই বেশি তোষামুদে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হোসেন আমুর ঘনিষ্ঠভাজন ইকবাল হোসেন সবুজ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে অ্যাডভোকেট রহমত আলীর অবর্তমানে থানা আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল আলম প্রধানই এখানকার গ্রহণযোগ্য নেতা। জানা গেছে, কালিয়াকৈর থানা আওয়ামী লীগ রহমত আলীর বিপক্ষে অবস্থান করছেন। তারা নিজের এলাকার প্রার্থীর প্রতি আগ্রহী। থানা আওয়ামী লীগ নেতা গাজী ছামান উদ্দিন, অ্যাডভোকেট দেওয়ান ইব্রাহিম মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে।

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী চৌধুরী তানভীর সিদ্দিকী এবারও সম্ভাব্য বিএনপি প্রার্থী। স্থায়ী কমিটির মেম্বার , জিয়াউর রহমান সরকারের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জমিদার পরিবারের সন্তান চৌধুরী তানভীর সিদ্দিকী নিজেকে অভিজাত বলে অহংবোধ করেন। যে কারণে জনগণের মাঝে তার দূরত্ব অনেক। প্রার্থী বদল করলে বিএনপি এখানে সুফল পেতে পারে। বিএনপি নির্বাহী কমিটির সদস্য শিল্পপতি খন্দকার আব্দুস সালাম নতুন প্রজন্মের কাছে বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু তানভীর সিদ্দিকীর সন্ত্রাসী বাহিনীর দাপটে তিনি মাঠে টিকতে পারছেন না। জানা গেছে, ২০০১-এর নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুসহ প্রতিপক্ষরা তার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। যে সব কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়লাভ করে সেখানেই তার বাহিনী হামলা চালায়। কালিয়াকৈর মৌচাক ইউনিয়ন থানা যুবলীগ নেতা মোসলেমকে সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে হত্যা করে। তানভীর সিদ্দিকী ছাড়া বিএনপি থেকে আরো যারা মনোনয়ন চাইতে পারেন এরা হলেন- জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের নেতা মাওলানা রুহুল আমীন পীরজাদা, শ্রীপুর থানা বিএনপির সভাপতি মোঃ শাহজাহান ফকির।

### গাজীপুর-২

গাজীপুর সদর ও টঙ্গী থানা নিয়েই এ নির্বাচনী এলাকা। ১ অক্টোবর ২০০১-এর নির্বাচনে এখানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী প্রয়াত আহসান উল্লাহ মাস্টার ১ লাখ ৫৯ হাজার ১২২ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী স্বতন্ত্র হিসেবে অধ্যাপক এমএ মান্নান ৭১ হাজার ৪২৯ ভোটের ব্যবধানে তার কাছে

*জাহিদ হাসান রাসেল*

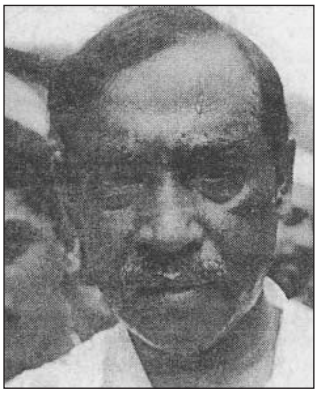

*প্রফেসর এম এ মান্নান*

*এ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী*

*AvLZvi "¾vgvb*

পরাজিত হন। ২০০৪ সালের ৭ মে টঙ্গীতে এক জনসভায় কতিপয় সন্ত্রাসীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন আহসান উল্লাহ মাস্টার। পরবর্তীকালে উপনির্বাচনে তার ছেলে জাহিদ হাসান রাসেল ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তিনি তার পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক মান্নানকে ৪৮ হাজার ৬০ ভোটের ব্যবধানে হারান। উপনির্বাচনের পরও তারা দু'জনই এখন নির্বাচনী মাঠে সক্রিয়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তারা সভা-সমাবেশ, গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। আগামী নির্বাচনে জাহিদ হাসান রাসেলই এখানকার জনপ্রিয় প্রার্থী। তবে গাজীপুর পৌর-চেয়ারম্যান আ ক ম মোজাম্মেল হক এবং টঙ্গী পৌর-চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আজমত উল্লাহ খান দু'জন দু'জায়গারই বেশ জনপ্রিয় নেতা। জানা গেছে, প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও তারা ইমেজ সংকটে ভুগছেন। বহুদিন যাবৎ দলের হাল ধরে রাখার পরও জাতীয় নির্বাচনে নবাগত রাসেলের জনপ্রিয়তায় তারা স্ব স্ব নেতাকর্মীদের কাছে বিব্রত। আজমত উল্লাহ খান কোনোবারই সংসদ নির্বাচন করেননি, তাই এবার তিনি মনোনয়ন পাওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাবেন বলে জানা গেছে। চারদলীয় জোটের বিএনপি থেকে অধ্যাপক এমএ মান্নান উপনির্বাচনের মতো আগামীতেও সম্ভাব্য প্রার্থী। তবে হাসান সরকারের ভূমিকা তার জন্য একটা বড় ফ্যাক্টর। ১৯৯১-এর নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটের অধিকারী অধ্যাপক মান্নান নানা কারণে আর আগের অবস্থানে নেই। উপনির্বাচনের পর থেকেই সেই অবস্থান ফিরিয়ে আনতে তিনি মরিয়া হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে কোন্দল সামাল দিতে না পারলে সংকট কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে অনেকটাই অসম্ভব। দীর্ঘদিন পর অধ্যাপক এমএ মান্নানকে সভাপতি এবং ফজলুল হক মিলনকে সেক্রেটারি করে গাজীপুর জেলা বিএনপির কমিটি গঠিত হয়। পূর্ণাঙ্গ কমিটি এখনো হয়নি। এ নিয়ে দ্বন্দ্ব চরমে। অধ্যাপক এমএ মান্নান নিজের মতো করে কমিটি গঠন করতে গিয়ে অনেকটাই ব্যর্থ হন। তার নিজের ইউনিয়ন কাউলতিয়ায়ও গ্রুপিং চরমে। এখানে নতুন আরেক ফ্যাক্টর তারেক জিয়ার ঘনিষ্ঠ এবং ব্যবসায়িক পার্টনার গিয়াস উদ্দিন আল মামুন। তিনি মিল-ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে এখানে অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত। মনোনয়ন চাইলে দলের হাইকমান্ড তার ব্যাপারেও বিবেচনা করতে পারে। আরো যারা নমিনেশন চাইতে পারেন তারা হলেন, অ্যাডভোকেট এমদাদ খান, জেলা বিএনপির সাবেক সেক্রেটারি আবু তাহের, মীর হালিমুজ্জামান ননি।

**গাজীপুর-৩**

কালীগঞ্জ থানা নিয়ে ছোট্ট এ নির্বাচনী এলাকা। অক্টোবর ২০০১-এ নির্বাচনে এখানে চারদলীয় জোট থেকে বিএনপি প্রার্থী একেএম

*ফজলুল হক মিলন*

*তানজিম আহমেদ*

ফজলুল হক মিলন ৫৮ হাজার ৫১৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক সাংসদ আখতারুজ্জামান মাত্র ৩৮৮ ভোটের ব্যবধানে তার কাছে পরাজিত হন। অভিযোগ রয়েছে যে, এ আসনের ভোট গণনায় 'নুরুন স্কুল' কেন্দ্রের ফলাফল পরিবর্তন করে গভীর রাতে একেএম ফজলুল হককে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। জনাব মিলন এবারও জোটপ্রার্থী। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল সেক্রেটারি মনির হোসেন এ এলাকায় মনোনয়ন চাইবেন। এলাকায় তার গ্রহণযোগ্যতাও ভালো। কারণ মনির হোসেন কালীগঞ্জের মূল অধিবাসী আর ফজলুল হক মিলন হলেন নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার যে দুটো ইউনিয়ন কালীগঞ্জে যুক্ত হয়েছে তার অধিবাসী। সে জন্য মনির হোসেনকে ফজলুল হক মিলন কখনো বিশ্বাস করেন না। মিলনের বিরুদ্ধে টেন্ডার জালিয়াতির অভিযোগও বেশ শোনা যায়। 'লাভলু-হাবলু' নামক তার নিজস্ব সিন্ডিকেট দিয়ে এ টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। থানা বিএনপি সেক্রেটারি আশ্রাফী হাবিবুল্লাহর সঙ্গেও তার দ্বন্দ্ব চরমে। তাই তিনি নিজেই আহ্বায়ক হয়ে অন্যদের সদস্য করে কমিটি ভেঙে দেন। উল্লেখ্য যে, এই ফজলুল হক মিলন বিএনপির কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক, জেলা বিএনপির সেক্রেটারি হয়েও থানা বিএনপির আহ্বায়ক থাকছেন। এবং এখন পর্যন্ত থানায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে গড়িমসি করছেন। এ থেকে বোঝা যায়, থানা বিএনপির নেতাকর্মীদের মাঝে তার সম্পর্ক কেমন। জাতীয় পার্টি নেতা আজম খানের সমর্থনও গতবার তার জন্য প্লাস পয়েন্ট ছিল। এবার তার সঙ্গে চলছে শীতল সম্পর্ক। আওয়ামী লীগ থেকে সাবেক সাংসদ আখতারুজ্জামানই সম্ভাব্য প্রার্থী। সাবেক মহিলা সাংসদ মেহের আফরোজ চুমকির সঙ্গে দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারলে এবার তারই জয়ের সম্ভাবনা বেশি।

**গাজীপুর ৪ : কাপাসিয়া**

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের ছেলে তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ ২০০১ সালের নির্বাচনে ৮০ হাজার ৬৭৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির আ স ম হান্নান শাহ ৮ হাজার ৬৪৬ ভোটের ব্যবধানে তার কাছে পরাজিত হন। গত নির্বাচনের আগে-পরে এখানে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা হয়। নির্বাচনের দুদিন আগে সম্মানিয়া ও ঘাগুটিয়া ইউনিয়নে সোহেল তাজের ওপর হামলা হয়। এ হামলার কয়েকদিন পরে আওয়ামী লীগ কর্মী জামাল ফকির মারা যায়। ২০০২ সালের ১৭ আগস্ট থানা যুবলীগ প্রেসিডেন্ট জালালুদ্দীন সরকারকে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের নামে উল্টো ২টি হত্যা মামলাসহ শতাধিক মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলা পরিচালনার অপরাধে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আমানত হোসেন খানের ওপর উপর্যুপরি হামলা হয়। এ সব বিষয় নিয়ে এমপি তানজিম আহমেদ নিজেই ২০০২ সালের প্রথম দিকে প্রেসক্লাবের সামনে অনশন করেন। সেখানেও তিনি পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। সোহেল তাজই এখানে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী। তবে কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন মোল্লা, ঢাকা কলেজের সাবেক ছাত্রলীগ সেক্রেটারি মমতাজ উদ্দিন মেহেদী মনোনয়ন চাইতে পারেন। তবে আওয়ামী লীগ থেকে আরও যারা জোরালো তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা হলেন চিত্রনায়ক ফারুক, থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি নজরুল ইসলাম। এছাড়া সাবেক এমপি ডা. আফসার উদ্দীন মোল্লা মনোনয়ন না পেলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হবেন বলেও শোনা যাচ্ছে। বিএনপি থেকে সাবেক পাটমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আ স ম হান্নান শাহ প্রার্থী হবেন বলে শোনা যাচ্ছে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে এখন তার ইমেজে ভাটা। এছাড়া থানা বিএনপি সভাপতি জামাল উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব অনেকটাই প্রকাশ্য। কেন্দ্রীয় বিএনপি এ আসনের জন্য নতুন মুখের সন্ধানে তৎপর বলে জানা যায়। এ ছাড়া যারা মনোনয়ন চাইতে পারেন তারা হলেন- ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ড. গোলাম হোসেন, জাতীয়তাবাদী কর আইনজীবী ফোরামের সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট বজলুল হক, মোঙলা পোর্টের সাবেক চেয়ারম্যান শরীফ আলমগীর।